তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ২য় বর্ষ ❑ ২য় সংখ্যা ❑ জুলাই ২০১১ ❑

আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) গত ১৪–১৫ আগস্ট ২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় ছাত্র–ছাত্রী, উন্নয়নকর্মী, বেসরকারী চাকুরীজীবী পেশায় নিয়োজিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীসহ পাহাড়ি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কাজ এবং তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশে বর্তমানে এই আইন কোন্ পর্যায়ে আছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। আইন প্রণয়নের দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এখনো আইনটি সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ জনগণ অবগত নন। এজন্যে আইনের প্রচার এবং প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় । রিইবের গত বছরের প্রকল্প কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা এলাকায় নিজেদের যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেন তার মধ্যে – সাঁওতাল আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা, খাসজমির সঠিক বন্টন, শিক্ষায় সম সুযোগ লাভ, মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রদত্ত সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচি সুবিধা, হাসপাতালে সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে সহায়তা, জেলা প্রশাসন থেকে আইনী সহায়তা, উপজেলা পরিষদ থেকে থোক বরাদ্দ লাভ – এর ক্ষেত্রে বঞ্চনা ইত্যাদি। এছাড়া সাঁওতাল এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া, রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ না দেয়া, প্রভাবশালীদের চাপের কারণে আদিবাসীদের মামলা না নেয়া এবং সঠিক বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা বাধা। এছাড়াও মহিলা বিষয়ক সরকারী সেবা, আদিবাসী এলাকার খাস পুকুর, জমি, জলাশয় আদিবাসীদের লীজ দেয়া, সরকারী কোটা সুবিধা লাভ, আদিবাসীদের উন্নয়নে বিদেশী দাতাদের সহায়তা, হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা লাভের সুযোগ, হোটেলে খাওয়া, কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং সমাজের বিচার সালিসে নারীদের অংশগ্রহণের সমস্যা ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। কর্মশালায় উল্লেখিত সমস্যাগুলোর সাথে তথ্যের সম্পর্ক কোথায় এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলোর মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিভাবে তথ্য আবেদন, আপীল আবেদন ও অভিযোগপত্র লিখতে হয় তার চর্চা করা হয় রিইব ম্যানুয়েল “হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন”–এর মাধ্যমে। সৈয়দপুরের রবিদাস এবং লৌহজং–এ বেদে সম্প্রদায়সহ রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারী সেবা লাভের সফলতার অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হয় করণীয় হিসেবে। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হাতে কলমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন ও তথ্য কমিশনে অভিযোগ লেখার চর্চা করে ও দলীয়ভাবে তা উপস্থাপন করে। দলগুলো আবেদনপত্র উপস্থাপন করলে তাতে অন্যরা ভুল–ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস চালায়। এক পর্যায়ে তারা পারস্পরিক প্রশ্ন–উত্তর আদান–প্রদানের মাধ্যমে মতবিনিময় করে। এতে অনেক অংশগ্রহণকারী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের সফল তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ফলোআপ ও তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং কলা–কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মশালায় তথ্য আবেদন লেখার চর্চা করছে

তথ্য অধিকার প্রকল্পের গণগবেষণা দলসমূহের আলোচনাসভা

ছাত্র গণগবেষণা দলগঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছাত্রসমাজের গণগবেষণা দল গঠন করা হয় গত ০৯ জুলাই ২০১১ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর সেমিনার রুমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও আইন বিভাগে অধ্যয়নরত ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ রিইবের তথ্য অধিকার টিম এবং এনিমেটর পলাশ এতে অংশগ্রহণ করেন ।

রিইবের গত বছর এবং বর্তমান বছরের তথ্য অধিকার কার্যক্রম, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, রিইবের দৃষ্টিভঙ্গি, RTI কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি, উদ্যোগ গ্রহণ ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে গণগবেষণার ভূমিকা নিয়ে টিমের সদস্যরা আলোচনা করেন। আলোচনায় বলা হয় যে, একজন সফল উজ্জীবকই কেবল তথ্য অধিকার আইনের মত ব্যাপক সম্ভাবনাময় আইনের সফল প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। উজ্জীবকের কাজ হচ্ছে অন্যের মস্তিস্কের বাধাকে সরিয়ে উজ্জীবিত করা, চিন্তা করতে সহায়তা করা এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে কার্য সম্পাদন ও মূল্যায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা। কারোর উপর মতামত চাপিয়ে না দিয়ে গণগবেষণায় নিয়োজিত সবার মতামতের উপর সমান গুরুত্ব প্রদানে অন্যদের উজ্জীবিত করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গণগবেষণা দলের অংশগ্রহণকারী কয়েকজন

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কেউ কেউ অবশ্য নাগরিকদের তথ্য লাভের ক্ষেত্রে আইনের দীর্ঘসূত্রিতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কজনিত তথ্য আইনের আওতার বাইরে রাখার জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। একই সাথে অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের যথাযথ ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব দেন। এক পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার আলোকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রমিক গণগবেষণা দলগঠন

গত ২৯ জুলাই ২০১১ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) এর সেমিনার রুমে আরটিআই প্রকল্পে শ্রমিকদের নিয়ে গণগবেষণা দল গঠন করা হয়। রিইব টিম, এনিমেটর সাদিয়া আফরিন শান্তাসহ ৯ জন শ্রমিককে নিয়ে দল গঠন করেন আলোচনার ভিত্তিতে। আলোচনার শুরুতে প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে শ্রমিকসহ সমাজের নানা ধরনের সুবিধা বঞ্চিত জনগণ তাদের অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে শ্রমিকরা নিজেদের বেতন, ভাতা নিয়মানুযায়ী না পাওয়া, অতিরিক্ত শ্রমদানে বাধ্য হওয়া, চিকিৎসা সেবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতা না পাওয়া, নিয়মানুযায়ী ছুটি ভোগ করতে না পারা, যখন তখন চাকুরী থেকে ছাটাই হওয়া, বাড়ীভাড়া না পাওয়া কিংবা অতিরিক্ত ভাড়া প্রদানে বাধ্য হওয়াসহ নানা সমস্যা তুলে ধরেন। শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নির্ণয় করার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, দেশে গার্মেন্টস শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত যে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আইন ও অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব। ফলে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে কার্যকর কোন উদ্যোগ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারী অফিস থেকে তথ্য জেনে নেওয়ার মাধ্যমে এখন সবাই একসাথে কাজ করতে পারে। শ্রমিকসহ দেশের সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে পারে। এজন্যে শ্রমিকদের মাঠে আন্দোলনের পাশাপাশি অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসা উচিত। কারণ, তথ্য জানার মাধ্যমে সংশিষ্টদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। এক সময় জনগণের তথ্য জানার অধিকার না থাকলেও বর্তমানে সেটা আইনের মাধ্যমে সরকার প্রদান করেছে। তবে জনগণ যদি এটা ব্যবহারের জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে সেটা কাগুজেই থেকে যাবে। মনে রাখতে হবে যে, জনগণই হচ্ছে এই আইন প্রয়োগের একমাত্র মালিক। শ্রমিকদের মধ্যে আমেনা বেগম, নার্গিস আক্তার, রোকেয়া বেগম ও উজ্জ্বল হোসেন নিজেদের সমস্যার পাশাপাশি জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের মধ্যে কিভাবে অধিকার সচেতনতা বাড়ানো যায় এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সক্রিয় করা যায় তার জন্য শ্রমিকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করার প্রস্তাব করা হয়।

ঢাকায় রিইবের আরটিআই প্রকল্পের সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা

রিইবের আরটিআই প্রকল্প কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও সমন্বয় সভা গত ১৮ আগস্ট ২০১১ তারিখে সেমিনার রুমে প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে এনিমেটরদের মাঠ কার্যক্রম বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য বলা হয়। কিভাবে গণগবেষণা কার্যক্রমের শুরু ও পরিচালনা করা হচ্ছে, কোন কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র প্রদান করা হয়েছে এবং কাজের আশানুযায়ী মাত্রায় অগ্রগতি না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়। এনিমেটরদের কাজের কোন দুর্বলতা আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। একজন এনিমেটর জানান যে, এতদিন ধরে তিনি আরটিআই প্রকল্পের কার্যক্রমকে নিছক একটি এনজিও কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে এনিমেটরদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের পর তিনি সত্যিকার অর্থে বুঝতে সক্ষম হন যে, এটা গতানুগতিক কোন এনজিও কাজ নয়। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। তারপর থেকে তিনি এই কাজটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। আলোচনায় উঠে আসে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এখনো কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় সচেতনতার সৃষ্টি হয়নি। তথ্য আবেদনে দলের সদস্যদের উজ্জীবিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোন নির্দেশিকা প্রকাশ করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় ছাত্র এনিমেটরের সঙ্গে আলোচনায়। আলোচনার শেষ পর্যায়ে এনিমেটরদের তথ্য আবেদন প্রদান ও ফলোআপ এর উপর গুরুত্বারোপ করা দরকার বলে উলেখ করা হয়। তাদের নিয়মিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক এনিমেটরকে ১০০ কপি করে তথ্য অধিকার

বার্তা প্রদান করার মাধ্যমে এলাকায় প্রচারণার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইনস্টিটিউটের মি. বিক্রম চাঁদ তথ্য অধিকার বিষয়ে সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

গত ০৮ জুন ২০১১ রিইব-এর সেমিনার কক্ষে “Right to Information in South Asia : Challenges and Opportunities” শিরোনামে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইন্সটিটিউটের **Mr. Vikram Chand** এক সেমিনারে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার একটিভিস্টদের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এই অনুষ্ঠানে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে আলোচনার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন চেয়ারপারসন আইরিন খানসহ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের আয়োজক ছিল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ।

প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের চিত্র : তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ প্রদানের বিবরণ

এলাকা	সম্প্রদায়	দল	গণগবেষণা দলসমূহের তথ্য আবেদন সংখ্যা বিবরণী (এপ্রিল-জুলাই ২০১১)			
			আবেদন	জবাব প্রাপ্তি	আপীল	অভিযোগ
ঢা.বি, ঢাকা	বাঙ্গালী	ছাত্রছাত্রী দল	১৭	-	০১	-
ঢাকা সিটি কর্পো:	বাঙ্গালী	নারী দল	-	-	-	-
		শ্রমিক দল	-	-	-	-
খাগড়াছড়ি সদর	চাকমা	ছাত্রছাত্রী ও নারী দল	০১	-	-	-
		মিশ্র দল	১০	-	-	-
গোদাগাড়ী	সাঁওতাল	ছাত্রছাত্রী দল	০৩	-	-	-
		মিশ্র দল	০৫	-		-
সৈয়দপুর	বাঙ্গালী	ছাত্রছাত্রী দল	০৫	-		-
		শ্রমিক দল	০৩	-	-	-
সৈয়দপুর	বাঙ্গালী	নারী দল	০৭	-	০১	-
সৈয়দপুর	রবিদাস	মিশ্র দল	২২	-	০৬	০৪
লৌহজং	বেদে	মিশ্র দল	১০	-	-	-
মোট			৫৩	-	০৮	০৪

সূত্র: এপ্রিল-জুলাই, ২০১১ এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখিত ছক তৈরী করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা - ০১ : “টয়লেট-এর সবগুলো পানির কল লাগিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতিদিনই নিয়মিত টয়লেটগুলো পরিস্কার করা হয়”

গত ১৩-০৭-২০১১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আরটিআই গ্রুপটি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা টিএসসির বেশ কিছু বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করব। যেই কথা সেই কাজ। তখনই আবেদনকারী মিজানুর রহমান-এর নামে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র লিখে আমরা টিএসসি-র উপ-পরিচালকের রুমে যাই। সেখানে তার সাথে কথা বলার পর তিনি আমাদেরকে পরিচালকের রুমে যেতে বলেন। তার কথানুসারে পরিচালকের রুমে গেলে তিনি জানতে চাইলেন কি ব্যাপারে সেখানে যাওয়া হয়েছে। বললাম যে, আমরা কিছু বিষয়ের তথ্য জানতে এসেছি। তিনি আমাদের আবেদনপত্রগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন বিভাগের শিক্ষার্থী ? তার উত্তরে আমরা বিভাগের পরিচয় প্রদান করলে, তিনি বললেন যে, বিভাগের চেয়ারম্যান-এর অনুমতি লাগবে। আমরা বললাম, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানতে কারও অনুমতি লাগে না। এরপর আইন সম্বন্ধে তাকে সম্যক ধারণা দিলে তিনি আমাদেরকে চেয়ারে বসতে বলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েকজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠিয়ে তারমধ্যে একজনকে আদেশ দিলেন যাতে এখনই টয়লেট এর পানির কল লাগিয়ে দেয়া হয়। আর ক্যাফেটেরিয়াতে খাবার প্রদানে যে অনিয়ম হত তা তিনি পরদিন থেকে নিজে নিয়মিত তদারকি করেন এবং বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন বিষয়ে আরো সতর্কভাবে দৃষ্টি দেওয়ার আহবান জানান। সেই সাথে তিনি আমাদেরকে কয়েকটি তথ্য সরাসরি দেখান। এরপর দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের টয়লেট-এর সবগুলো পানির কল লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রতিদিনই নিয়মিত টয়লেটগুলো পরিস্কার করা হচ্ছে। এখন ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের টোকেনগুলো নির্ধারিত মূল্যে কাউন্টারে পাওয়া যায় এবং বেশি সময় ধরে খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

অভিজ্ঞতা -০২ : “এই আইনের প্রয়োগে ৩০ ভাগ দুর্নীতি কমানো যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি”

আমি রিপন চাক্মা, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে বর্তমানে অবহেলিত এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কাজ করতে গিয়ে নিজের মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। যেমন- এই কাজ করার সুযোগে বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপন হওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গত ২৫/০৭/২০১১ তারিখে খবংপড়িয়া, খাগড়াছড়ি সদর এলাকা থেকে পুড়ে যাওয়া এক ছাত্রকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে হাসপাতালে Residential Medical Officer (RMO) এর সাথে প্রথমে যোগাযোগ করি। তিনি রোগীটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেন। বিনামূল্যে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানান। শুধুমাত্র যে ঔষুধগুলো হাসপাতালে নেই সেগুলো বাইরে থেকে কিনে আনতে

হচ্ছে। এখানে কোন প্রকার অবহেলা যাতে না হয় সেজন্য তিনি কর্মচারীদের আমার সামনে নির্দেশ দেন। এখানে উলেখ্য যে, এই ঘটনার আগে আমরা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে তথ্য চেয়েছিলাম। তথ্য দেওয়ার আগে RMO আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন। যথারীতি RMO এর সাথে গিয়ে দেখা করে পরিচিত হই এবং তাকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানাই। এক পর্যায়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্থ বাংলাদেশে এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ৩০ ভাগ দুর্নীতি কমানো যাবে যদি সেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। সবাই আমন্ত্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫, বক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

অভিজ্ঞতা-০৩ : “এসব তথ্য তুমি চাইবে কেন? এগুলো দেখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। আর কখনো এমন তথ্য চাইতে আসবে না”

গত ১১/০৭/২০১১ তারিখে আমার গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমাকে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আবেদন করতে যাই। আবেদনের বিষয় ছিল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অধীনে ইউনিয়নগুলোতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অর্থ বরাদ্দ কত ছিল তার তথ্যের কপি সংগ্রহ করা। তিনি কিছু ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং এর ফাঁকে একটিবারও না তাকিয়ে সামনে পড়ে থাকা ১২টি চেয়ারের মধ্যে কোন একটিতে বসার জন্যও বললেন না। একটু পর জিজ্ঞেস করলেন কেন এসেছ? উত্তরে বললাম, স্যার আপনার কাছে কিছু তথ্য জানার জন্য আবেদন করতে এসেছি। তিনি জানতে চান - কি তথ্য? এই তথ্য চাওয়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ? আমি বললাম, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আমার তথ্য জানার অধিকার আছে। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি তথ্য আইনের কপি আছে ? তখন আমি উনাকে একটি “তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ” দিলাম। তথ্য আবেদনে আমার নাম, ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে নাম, ঠিকানা ও কোথায় চাকরি করি এবং অফিসের ঠিকানা লিখতে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, **“এমন তথ্য নিয়ে তুমি কি করবে ? এসব দেখার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। আর কখনো এসব তথ্য চাইতে আসবে না। আমার কাছে এসব তথ্য নেই”**।

আমি আর কোন ঝামেলায় না গিয়ে রিসিভ কপিতে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ করি। তিনি কম্পিউটার এসিসটেন্ট (CA) অফিসারের কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে যেতে বললেন। এখানে একজন সরকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে যে ব্যবহার পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায়নি। এমনকি উনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তথ্য অধিকার আইনকে কোন গুরুত্ব দেননি।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে রিইব-এর দু’টি পোস্টার প্রকাশনা

রিইব ভারতের দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর আর্থিক সহায়তায় তথ্য অধিকারের উপর দুটি পোস্টার প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সঙ্গে রিইব যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকারের উপর পোস্টার নির্মাণের জন্য ১০-২৪ মে ২০১১ সময়সীমায় বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। শুরুতে রিইব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইনের উপর দুইদিনের কর্মশালা পরিচালনা করে। পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয় ২৫ মে ২০১১ তারিখে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে এক মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বিভাগের সভাপতি জনাব মামুন কায়সার, রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার সোহিনী পাল উপস্থিত ছিলেন।

অধিকার আইনের প্রসারে পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতা
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
তারিখ: ২৪ মে ২০১১

পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -এর বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন), এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক
এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭
ফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮, ইমেইল ঃ cicicbd@yahoo.com
www.infocom.gob.bd

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, বক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফ্টুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেইরিং প্লাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de